ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান?

আদিপুস্তক ২২.১-৩ পদ

খ্রীস্ট বিশ্বাসের অন্যতম আদিপিতা অব্রাহাম সম্বন্ধে বাইবেলে আমরা যে বিবরণ পাই, তার মধ্যে আদিপুস্তক ২২ অধ্যায় আমাদের কাছে সবথেকে বেশি জানা ও আলোচিত অংশ। অবিশ্বাসের কিছু পরিচয় দিলেও, অব্রাহামকে আমরা এতদূর পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আস্থাশীল ব্যক্তি হিসাবে লক্ষ্য করেছি। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি তার আস্থা ছিল বলেই, ঈশ্বরের আহ্বাণে সাড়া দিয়ে অজানা দেশের উদ্দেশে সে রওনা দিয়েছিল (১২.১-৩); ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসের দ্বারা সে ধার্মিকগণিতও হয়েছিল (১৫.৬); আবার ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তির চিহ্ন বা মুদ্রাঙ্ক হিসাবে অব্রাহাম ত্বকচ্ছেদকে গ্রহণ করেছিল (১৭.২২-২৭)। ঈশ্বরও অব্রাহামের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞানুসারে প্রতিজ্ঞার সন্তান ইস্হাককে জন্ম দিয়েছিলেন (২২.১-৮)। কিন্তু এর পর ২২ অধ্যায়ে আমরা অব্রাহামের জীবনে এমন একটি ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হই, যা কল্পনা করাও খুব কঠিন।

যে ছেলের জন্য অব্রাহামকে এত বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে; যে ছেলে সম্বন্ধে ঈশ্বর পরিষ্কারভাবে অব্রাহামকে জানিয়েছেন যে তার সঙ্গে তিনি চুক্তি স্থাপন করবেন (১৭.১৯); যে ছেলেতে অব্রাহামের বংশ আখ্যাত হবে (২১.১২)) সেই ছেলেকেই ঈশ্বর হোমার্থে বলিদান করতে অব্রাহামকে আদেশ করলেন (২২.২)। এমন আদেশের কথা শুনে প্রথমে হয়ত আমরা ঈশ্বরকে খামখেয়ালী (?), নিষ্ঠুর (?), অবিবেচক (?) বা অবোধ (?) বলে মনে করতে পারি। কিন্তু তিনি যদি সত্যিই তাই হতেন, তাহলে আর যাই হন তিনি কখনও আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পরিত্রাতা বা পিতা হতে পারতেন না। আমরা যখন আমাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে অসীম ঈশ্বরের কার্যকলাপের মূল্যায়ন করি, তখনই আমরা এমন উদ্ভট সিদ্ধান্তে উপনীত হই। তাই, আমরা যখন ঈশ্বরের কার্যকলাপ উপলব্ধি করতে চাই, তখন নিজেদের বিচার-বুদ্ধি কে ভিত্তি করার পরিবর্তে, তাঁর বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁর বাক্যের প্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাঁর বাক্য আমাদের শিক্ষা দেয় যে তিনি সার্বভৌম, তিনি ন্যায়বিচারক, তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তাই, আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়ের ঘটনার মাধ্যমে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, পিতা হিসাবে ঈশ্বর সন্তান আমাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে কী চান?

১ পদে বলা হয়েছে, *"এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করলেন।"* ২১ এবং ২২ অধ্যায়ে উল্লেখিত ঘটনাগুলির মধ্যে অনেক বৎসর কেটে গেছে। আবার ২৩ অধ্যায়ে আমরা সারার মৃত্যুর কথা পাঠ করব, যখন সারার বয়স হয়েছিল ১২৭ বৎসর (অর্থাৎ, তখন ইস্হাকের বয়স ৩৭ বৎসর)। আবার, ২২.৬ পদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই সময় ইস্হাক শক্তিশালী যুবক হওয়ায় হোমবলির সমস্ত কাঠ নিয়ে একা পাহাড়ে উঠতে সক্ষম ছিল। এর থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ঈশ্বর যখন অব্রাহামের পরীক্ষা করেছিলেন, তখন ইস্হাক মোটেই ছোট ছেলে ছিল না; সে তখন প্রায় ১৯-২০ বৎসরের যুবক ছিল। এই ২০ বৎসরের যুবক ছেলেকে বলিদান করতে বলে ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করলেন। একথা সত্য যে, ঈশ্বর কখনও পাপ করতে আমাদের পরীক্ষা করেন না বা প্রলোভিত করেন না (যাকোব ১.১৩)। কিন্তু পরিপক্কতা বা সিদ্ধ তা লাভের জন্য ঈশ্বর অনেক সময়ই তাঁর সন্তানদের বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দান করে থাকেন (যাকোব ১.২-৪)। সোনাকে যেমন অগুনে গলিয়ে খাঁটি করা হয়, ঈশ্বরও তাঁর সন্তানদের বিশ্বাসকে খাঁটি করতে তাদের জীবনে বিভিন্ন পরীক্ষাকে অনুমতি দেন (১ পিতর ১.৭)। অবশ্য, বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বর যখন পরীক্ষা সাধিত হতে দেন, তখন তিনিই আবার রক্ষার পথ করে দেন। পৌল লিখেছেন, *"মানুষ যা সহ্য করতে পারে, তা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটেনি; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটতে দেবেন না; বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করে দেবেন, যেন তোমরা সহ্য করতে*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

পার" (১ করিন্থিয় ১০.১৩)। তাই, যখন আমরা ঈশ্বর অনুমোদিত বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হই, তখন বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের উচিৎ পরীক্ষা থেকে পলায়ন করা নয়; পরিবর্তে, তাঁর বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে, তাঁর শক্তিতে ও তাঁর পথে পরীক্ষার মুকাবিলা করা। আর, তা যদি আমরা করি, তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাই দেখতে পাই ও আমরা নিজেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের পরিপক্কতা লাভ করি বা *"সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হই, কোনও বিষয়ে আমাদের অভাব থাকে না"* (যাকোব ১.৪)। হ্যাঁ, ঈশ্বর যখন বিশ্বাসী আমাদের পরীক্ষা করেন, তখন তিনি চান, আমরা যেন তাঁর প্রতি ক্রমশ আমাদের আস্থা বজায় রেখে বাধ্যতার জীবন-যাপন করি। দীর্ঘকাল ঈশ্বরের সান্নিধ্যে জীবন-যাপন করে অব্রাহাম সেই সত্য উপলব্ধি করেছিল। তাই, ঈশ্বর যখন অব্রাহামের বিশ্বাসকে আরও খাঁটি করার জন্য নিজের ছেলেকে পর্যন্ত বলিদান করার পরীক্ষা করেছিলেন, তখন অব্রাহাম সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন; তাই তিনি আমাদের বিশ্বাস-জীবনের আদর্শ (যাকোব ২.২১-২৪)।

২ পদে ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে ইস্হাকের সম্পর্ককে অব্রাহাম তথা আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন, *"তোমার নিজের পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাকে তুমি ভালোবাসো।"* আমরা জানি, ইশ্মায়েলও অব্রাহামের ঔরসে জন্মেছিল; কিন্তু সে ছিল মাংসের ফল। তাই, ঈশ্বরের বিচারে তাঁর প্রতিজ্ঞার সন্তান ইস্হাকই অব্রাহামের একমাত্র পুত্র। অব্রাহাম ইস্হাককে কী পরিমাণে ভালোবাসত, তা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এখন, সেই একমাত্র, ভালোবাসার পুত্রকে ঈশ্বর হোমবলি *(burnt offering)* করতে বলছেন। বাইবেলে যদিও বিভিন্ন বলির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সমগ্র আদিপুস্তকে কেবল হোমবলির কথাই আমরা পাই, যার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আদি ৮.২০ পদে। হোমবলি ছিল ঈশ্বরের উদ্দেশে মানুষের সর্বোত্তম উপহার যার দ্বারা বলিদানকারী ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তার শরীর, আত্মা ও ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে ও নিঃশর্তভাবে উৎসর্গ করত (গীত ৪০.৬-৯;ইব্রীয় ১০.৫, ৬)। তাই, যা হোমবলি হিসাবে উৎসর্গ করা হত, তা সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে ফেলা হত, কিছুই অবশিষ্ঠ রাখা হত না। অর্থাৎ, ঈশ্বর চাইছেন অব্রাহাম যেন নিঃশর্ত ও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিজেকে উৎসর্গ করে। আর, এই উৎসর্গীকরণ কাজে তার ভালোবাসার একমাত্র পুত্রও যেন বাধা না হয়। আমরা কি তাঁর ইচ্ছা বা পরিকল্পণার কাছে নিজেদের নিঃশর্তে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত করেছি? আমরা মুখে বলি ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্তু সেকথা কি আমরা বিশ্বাস করি? যদি তা বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা কখনও তাঁর ইচ্ছার প্রতিরোধ করব না, তাঁর অবাধ্য হব না। অব্রাহাম ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেনি, কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করেছে।

৩ পদে বলা হয়েছে, *"অব্রাহাম প্রত্যুষে উঠে গাধা সাজিয়ে দুজন দাস ও নিজের ছেলে ইস্হাসকে সঙ্গে নিল, হোমের জন্য কাঠ কাটল, . . . গমন করল।"* অব্রাহাম যখন তার জীবনে এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, তখন সে বিভ্রান্তের ন্যায় এখানে, ওখানে, এর কাছে, ওর কাছে পরামর্শ চাইতে ছুটে যায়নি। এমন কি নিজের স্ত্রী সারার সঙ্গেও আলোচনা করেনি। অব্রাহামের এই কাজের জন্য আমরা অব্রাহামের সমালোচনা করতে পারি; কারণ ইস্হাক, যাকে বলি দিতে অব্রাহাম যাচ্ছে, সে সারারও তো সন্তান! কিন্তু একথা আমরা খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, অব্রাহাম যদি এই হোমবলির কথা স্ত্রী-সারাকে বলত, তাহলে সারার বাধাকে টপকে অব্রাহামের পক্ষে রওনা দেওয়া সম্ভ ব ছিল না। অব্রাহামের জায়গায় আমরা হলে, সারার বাধাদানকেই অজুহাত হিসাবে দেখিয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি অবাধ্যতার পরিচয় দিতাম। এখানে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, আমরা যেমন আমাদের সন্তানদের ভালোবাসি, অব্রাহামও ইস্হাককে তেমনই ভালোবাসত। না, তার থেকে আরও বেশি বালোবাসত; কারণ, অব্রাহামের বয়স যখন ১০০ তখন তার ভালোবাসার সুন্দরী স্ত্রী সারা এই একমাত্র সন্তান ইস্হাককে জন্ম দিয়েছিল। কোনও শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন বাবা তার ছেলেকে হোমবলি হিসাবে সহজে উৎসর্গ করতে পারে না। কিন্তু বাইবেল বলে, ঈশ্বরের আদেশ জানার পর অব্রাহাম সেই আদেশ পালন করতে প্রত্যুষে ছেলেকে নিয়ে রওনা দিল। অব্রাহাম কীভাবে এমনটি করতে পেরেছিল?

অব্রাহাম এমন কাজ করতে পেরেছিল, কারণ সেদিন সে যে প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করেছিল, তা হল, *"আমি কি*

একা এই ত্যাগস্বীকার করতে চলেছি?" যার উত্তরে সে উপলব্ধি করেছিল যে, *"ঈশ্বরও ইস্‌হাককে অবশ্যই ভালোবাসেন! কারণ, ইস্‌হাক তাঁর প্রতিজ্ঞার সন্তান, ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে চিরকালের চুক্তিতে আবদ্ধ।"* সত্য হল, ঈশ্বর নিজে অব্রাহামের থেকে অনেক বেশি ত্যাগস্বীকার করতে যাচ্ছিলেন, কারণ এর দ্বারা ইস্‌হাকের মাধ্যমে তিনি চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি এইভাবে ত্যাগস্বীকার করতে উদ্যোগী হন, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটাই হল তাঁর ভালোবাসা ও করুণা প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই যদি হয়, তাহলে অব্রাহামও এই ত্যাগস্বীকার করতে সক্ষম। কারণ, প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর নিজেই এই মারাত্মক ত্যাগস্বীকার করতে চলেছেন। তাই, অব্রাহাম ঈশ্বরের সেই প্রকৃত ত্যাগস্বীকারের অনুকরণ করেছে মাত্র। ঈশ্বরের সঙ্গে অভিজ্ঞতা থেকে অব্রাহাম আরও জানত যে, ইস্‌হাক বলিকৃত হলেও, ইস্‌হাকের বিষয় ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা পূর্ণ করতে ঈশ্বর উপায় বের করবেন। কারণ ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণকারী ঈশ্বর, তিনি যা বলেন, তা অবশ্যই করেন) তিনি সর্বদা তাঁর বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত। প্রয়োজন হলে ঈশ্বর মৃত ইস্‌হাককে অলৌকিকভাবে জীবিতও করতে পারেন, তা অব্রাহাম বিশ্বাস করত (হিব্রীয় ১১.১৯)।

ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতি এতখানি বিশ্বাস অব্রাহাম কোথা থেকে পেয়েছিল? ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বিশ্বাস জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই অব্রাহাম এমন বিশ্বাস লাভ করেছিল। যে তার একমাত্র ছেলে, ভালোবাসার ছেলে, অব্রাহাম ভালো করে জানে তাকে সে নিজের ক্ষমতায় লাভ করেনি। কিন্তু ঈশ্বরই তাঁর নিজের বাক্যের প্রতি বিশ্বস্তত থেকে অলৌকিকভাবে সারার বৃদ্ধাকালে ইস্‌হাককে জন্ম দিয়েছেন। অব্রাহাম জানে ও বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরই ইস্‌হাককে দিয়েছেন, এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাকে আবার নিয়ে নিতেও পারেন। ঈশ্বরের আদেশের অবাধ্য হয়ে অব্রাহাম কখনও নিজের ক্ষমতায় ইস্‌হাককে আগলে রাখতে পারে না। ইয়োবের মতো অব্রাহামও বিশ্বাস করত, *"আমি মায়ের গর্ভ্ত থেকে উলঙ্গ এসেছি, আর উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরে যাব;সদাপ্রভু দিয়েছিলেন;সদাপ্রভুই নিয়েছেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হোক** (ইয়োব ১.২১)।

হ্যাঁ, সেদিন প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই নিজে ত্যাগস্বীকার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কোনও মানুষের পক্ষে যা সম্ভব নয়, সেদিন ঈশ্বর তা-ই করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত, অব্রাহামকে যদিও মোরিয়া দেশের পাহাড়ে ইস্‌হাককে হোমবলি করতে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর *তাঁর নিজের, তাঁর অদ্বিতীয়, তাঁর ভালোবাসার পুত্রকে* কালভেরীর পাহাড়ে বলিকৃত হতে দিয়েছিলেন। হোমবলির ন্যায় ঈশ্বর যীশুকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের পরিত্রাণার্থে উৎসর্গ করেছেন। কালভেরীতে ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি যখন এইভাবে আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন, আমাদের কি উচিৎ নয়, তাঁর কাছে আসা, কেবল তাঁতেই আস্থা স্থাপন করা, এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করা?

মানুষের জীবনে যখন দুঃখ-কষ্ট আসে, তখন তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে থাকে; এমনকী বিশ্বাসীরাও। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যখন কোনও বিশ্বাসী দুঃখভোগ করে, তখন প্রকৃত অর্থে তাঁর সন্তানের জন্য পিতা ঈশ্বরই ত্যাগস্বীকার করছেন। এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁকে অনুসরণ করতে ও তাঁর আদেশ পালন করতে আমরা আগ্রহী হই। বিশ্বাসীর জীবনে প্রতিটি পরীক্ষায় ঈশ্বর সহবর্তী, তিনিও তাদের দুঃখে একইভাবে দুঃখিত হন (হিব্রীয় ৪.১৫)। তাই, আমরা যখন বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হই, ঈশ্বর চান আমরা যেন খ্রীস্টকে অনুকরণ করি (লুক ২২.৪২), তাঁর উপর আস্থা রাখি, তাঁর ইচ্ছার পূর্ণতা কামনা করি ও তাঁর আদেশ পালন করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)